উপস্থিত ঃ

বিচারপতি জনাব মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ

দেওয়ানী রিভিশন নং- ১০৩২ / ২০১১

মোঃ সুরুজ মিঞা এবং অন্যান্য
বিবাদী নং ২-আপীলকারী-আবেদনকারীগন

-বনাম-

আব্দুল কাদির এবং অন্যান্য
বাদীগন-রেসপনডেন্টগন-প্রতিপক্ষগন

জনাব রঞ্জন চক্রবর্তী, আইনজীবী
জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, আইনজীবী
আবেদনকারীগনের পক্ষে

জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভূঞা, সিনিয়র আইনজীবী
জনাব নাদিরা আকতার, আইনজীবী
প্রতিপক্ষগনের পক্ষে

রায় প্রদানের তারিখঃ ১১.৪.২০২২

আবেদনকারীগনের আবেদনে এই রুলটি বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক ২০০৮ সালের ১৪৪নং বিবিধ আপীলে ২৭.১০.২০১০ তারিখে আপীল না **মঞ্জুর করিয়া প্রদত্ত** রায় ও আদেশ যৎ দ্বারা ঢাকার বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, ১ম আদালত কর্তৃক ১৯৬৭ সালের ৩০৭ নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় ০৫.৪.২০০৭ তারিখে প্রদত্ত ১৪০নং রায় ও আদেশে আবেদনকারীগনের পিতা ২নং বিবাদীর আনীত ১৩$\frac{১}{২}$ সাড়ে তের শতাংশ ভূমির ছাহাম প্রাপ্তির আবেদন না-মঞ্জুর করিয়া প্রদত্ত রায় ও আদেশ affirm করেন তাহা কেন রদ রহিত করা হইবে না এবং এই আদালত যেরূপ যথাযথ মনে করেন সেরূপ পরবর্তী আদেশ বা আদেশ সমূহ প্রদান করিবেন না মর্মে প্রতিপক্ষের উপর জারী করেন।

নালিশী ভূমির সি, এস, রেকর্ডীয় মালিক আঃ রশীদ এর পুত্র কন্যা আঃ আজিজ এবং তহরুননেছা বাদী হইয়া ১৯৬৭ সালে ৩০৭ নং বন্টনের মোকদ্দমা আনায়ন করিলে বিজ্ঞ সাব-অর্ডিনেট জজ (হালে যুগ্ম জেলা জজ), ১ম আদালত, ঢাকা বিগত ৩০.৬.১৯৭৩ইং তারিখে বাদী পক্ষের অনুকূলে ২০$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি বন্টনের প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করেন। প্রাথমিক ডিক্রির দীর্ঘদিন পর ২০.৬.১৯৯৯ তারিখে উক্ত মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২নং বিবাদী কালা মিয়া এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, উক্ত মোকদ্দমায় নালিশী ৪.৩০ একর সম্পত্তির মধ্যে বাদীদ্বয়ের পিতা আঃ রশীদ ১.৯৫ একর সম্পত্তির মালিক

স্বত্ত্বাধিকারী থাকিয়া বিগত ইং ১১.১.১৯২১ তারিখে ৩১৮ নং না-দাবী দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়া দেন। বাদীদ্বয়ের পিতা আঃ রশীদ ৬২নং দাগের ১৮ শতক, ৬৫ দাগের ২২ শতক, ৮৯ দাগের ৩০ শতক, ৬০১ নং দাগের ৪৮ শতক, ৬১২ নং দাগের ২৪ শতক, ৬১০ নং দাগের ২৫শতক একুনে মোট ১.৯৫ একর সম্পত্তি আপোষ বন্টন সূত্রে প্রাপ্ত হন। আঃ রশীদ পুত্র অত্র মামলার বাদী আঃ আজিজ মারা গেলে তাহার ওয়ারিশ ১ক টু ১ গ নং বাদী হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়। তাহারা নালিশী ৬০০ দাগের ৩ শতক, ৬১৪ দাগের ৬$\frac{১}{২}$ **শতক** ৬১৬ দাগের ৪ শতক একুনে ১৩$\frac{১}{২}$ শতক জমি বাবদ ২নং বিবাদী কালা মিয়ার সহিত ২৭.১১.১৯৯৫ তারিখে একখানা বায়নাপত্র দলিল করেন এবং পরবর্তীতে তাহারা সম্পূর্ন মূল্য গ্রহন করিয়া ২৭.৪.১৯৯৭ তারিখে ১৬৯৪ নং কবলা দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করিয়া দেন। ২নং বিবাদী কালা মিয়া ২৭.১১.১৯৯৫ তারিখ হইতে উক্ত ১৩$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন। তিনি উক্ত সম্পত্তি তাহার ছাহামে অন্তর্ভূক্ত করনের প্রার্থনা করেন।

অন্যদিকে ৩ নং পক্ষভুক্ত বাদী লিখিত আপত্তিতে বলেন যে, মূল বাদীদের মৃত্যুতে তাহাদের ওয়ারিশ ১ক-১গ এবং ২ক-২ঙ নং বাদীগন ২০$\frac{১}{২}$ শতক জমির ছাহাম প্রাপ্ত হইয়া ইং ১১.৮.১৯৯৬ ও ০৫.২.১৯৯৭ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত কবলা মূলে ৩নং পক্ষভুক্ত বাদীর নিকট বিক্রয় করেন। ২নং বিবাদী কালা মিয়া উক্ত বিষয় অবগত হইয়া ৩নং পক্ষভুক্ত বাদীকে বেকায়দায় ফেলানোর জন্য ১ক-১গ নং বাদীদের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার সুযোগে সম্পুর্ন যোগসাজসে ২৭.১১.১৯৯৫ইং তারিখে বায়নার কথা উল্লেখপূর্বক ২৭.৪.১৯৯৭ইং তারিখে একখানা কাগজী দলিল বেআইনীভাবে সৃজন করেন। ২ নং বিবাদীর সৃজিত দলিলে উল্লেখিত ৬১৬ নং দাগের ৪ শতাংশ জমিতে ৩নং বিবাদী পৈত্রিক ওয়ারিশ সূত্রে মালিক-দখলকার; ৬০০ নং দাগের ৩ শতাংশ জমি ৩নং বিবাদীর পৈত্রিক ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত এবং ৬১৪নং দাগের ১৪$\frac{১}{২}$ শতাংশ ৩নং বিবাদীর দাদার অংশে পড়িযাছে। ৩নং পক্ষভুক্ত বাদীর দাবী ২নং বিবাদী কালা মিয়া একখানা মিথ্যা দলিল সৃজনে অত্র দরখাস্ত দাখিল করায় উহা না মঞ্জুরযোগ্য।

বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা উভয় পক্ষের শুনানীঅন্তে ২নং বিবাদীর আবেদন না নাঞ্জুর করিয়া বিগত ০৫.৪.২০০৭ইং তারিখে রায় ও আদেশ প্রদান করেন যাহা বহাল রাখিয়া বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা ২০০৮ সালের ১৪৪নং বিবিধ আপীলে বিগত ২৭.১০.২০১০ইং তারিখে রায় ও আদেশ প্রদান করেন যাহাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া

তৎ বিরুদ্ধে ২নং বিবাদী কালা মিয়ার মৃত্যুতে তৎ ওয়ারিশগন আবেদনকারী হইয়া দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১১৫(১) ধারায় অত্র কোর্টে এই রিভিশন দায়ের করে অত্র রুল প্রাপ্ত হন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিদের বক্তব্য শ্রবন ও নথি পর্যালোচনা করিলাম।

আবেদনকারীগনের পিতা ২নং বিবাদী কালা মিয়ার দাবী তিনি বিরোধীয় সম্পত্তি বাদী আঃ আজিজ এর ওয়ারিশ ১ক টু ১গ সহিত ২৭.১১.১৯৯৫ ইং তারিখে বায়নাপত্র দলিল করেন। পরবর্তীতে উপরোক্ত ওয়ারিশরা বঐী মূল্য গ্রহন করিয়া ২৭.৪.১৯৯৭ইং তারিখে ১৬৯৪ইং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে ২ নং বিবাদী কালা মিয়ার নিকট বিঐয় করেন এবং তৎসময় হইতে ২নং বিবাদী কালা মিয়া উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন এবং উক্ত সম্পত্তি তাহার ছাহামভূক্ত করনের আবেদন করেন। অন্য দিকে ৩নং পক্ষভুক্ত বাদীর দাবী মূল বাদীদ্বয়ের ওয়ারিশদার ১ক-১গ এবং ২ক-২ঙ নিকট হইতে উক্ত বিরোধীয় সম্পত্তি আবেদনকারীগনের পিতা ২নং বিবাদী কালা মিয়ার ঐয় করার পূর্বেই ১১.৮.১৯৯৬ইং তারিখে ৩৬৬০নং কবলা দলিলমূলে ঐয় করেন এবং ভোগদখল করিতেছেন বিধায় উক্ত সম্পত্তি আবেদনকারীগনের পিতা ২নং বিবাদী কালা মিয়ার ছাহামভূক্ত হওয়ার কোন কারন নাই। ৩নং পক্ষভুক্ত বাদী আরো দাবী করেন যে, কালা মিয়ার বায়না দলিলের ফটোকপি জাল। বায়না দলিলের ফটোকপি জাল কিনা তাহা প্রমানের জন্য জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার তলব করা হয়। সংশ্লিষ্ট রেকর্ড কিপার সি, ডব্লিউ হিসাবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। যাহাতে ২নং বিবাদীর নামীয় ২৭.১১.১৯৯৫ইং তারিখের বায়নাপত্র সম্পর্কে আদালতের নিকট সন্দেহের সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত অবস্থাধীনে আইন ও ঘটনার বিবেচনায় ২নং বিবাদী কালা মিয়ার ছাহাম ভূক্তি আবেদন মঞ্জুর করার কোন সুযোগ নাই মর্মে নিম্ন আদালত ও আপীল আদালত নিম্ন আদালতের রায় ও আদেশ বহাল রাখিয়া যে রায় ও আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে হস্তক্ষেপের কোন কারন নাই।

সার্বিক বিবেচনায় অত্র রিভিশনে কোন সারবস্তু না থাকায় অত্র রুলটি খরচ ব্যতিরেকে ডিসচার্জড করা হইল।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক ২০০৮ সনের ১৪৪নং বিবিধ আপীলে ২৭.১০.২০১০ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ যৎ দ্বারা ঢাকার বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, ১ম আদালত কর্তৃক ১৯৬৭ সালের ৩০৭ নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় ০৫.৪.২০০৭ তারিখে প্রদত্ত ১৪০নং রায় ও আদেশে ২নং বিবাদী আনীত ১৩$\frac{১}{২}$ সাড়ে তের শতাংশ ভূমির ছাহাম প্রাপ্তির আবেদন না মঞ্জুর আদেশ affirm করেন তাহা বহাল রাখা হইল।

অত্র রায়ের কপি নিম্ন আদালতে অবিলম্বে প্রেরণ করা হোক।

মনির-বিও